ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৭৪৫
আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬

৪৪তম আগরতলা বইমেলা সমাপ্ত
নতুন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদার মানসিকতা নিয়ে নতুনভাবে বইমেলার আয়োজন শুরু হয়েছে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

আগামী বছর আরও বড় পরিসরে আগরতলা বইমেলা আয়োজনের প্রত্যাশা নিয়ে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৪৪তম আগরতলা বইমেলা আজ শেষ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ২০১৮ সালে নতুন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদার মানসিকতা নিয়ে নতুনভাবে বইমেলার আয়োজন শুরু হয়েছে। বই হল জ্ঞানের ভান্ডার। বইয়ের সমতুল্য কোন কিছুই হতে পারে না।

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনগুলিতে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে বইমেলার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে নতুন প্রজন্ম লাভবান হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জেলাভিত্তিক বইমেলা আয়োজন করার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আগরতলা শহরের আয়তন বাড়ছে। পাশাপাশি শহর আগের তুলনায় অনেক আধুনিক হয়েছে। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের বইপ্রেমী মানুষ এবার যেভাবে বইমেলায় অংশ নিয়েছেন আগামী দিনে তারা আরও বেশি সংখ্যায় বইমেলায় অংশ নেবেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, বই আমাদের সমাজকে পথ দেখায়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। বইমেলা লেখকদের জন্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা এবং প্রকাশকদের কাছে প্রকাশের মঞ্চ। আগরতলা বইমেলা ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম বইমেলাগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের ইচ্ছাশক্তির অভাবে বইমেলাকে গুরুত্বহীন করে রেখেছিল। বর্তমান সরকার তার সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্যে বইমেলাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। তিনি বলেন, এবছর বইমেলার মূল ভাবনা ছিল ‘বন্দে মাতরম’। এই শব্দের অর্থ হল ঐক্য, আগামী দিনের ভবিষ্যত, দেশ মাতৃকার প্রতি ভালবাসা। বন্দে মাতরম হল জাতির আত্মপরিচয় ঘোষণা। তিনি আশা প্রকাশ করেন বন্দে মাতরম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন ভারত এগিয়ে যাবে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, দেশের অন্যতম বইমেলাগুলির মধ্যে আগরতলা বইমেলাও স্থান করে নিয়েছে। এবছর বইমেলায় ১৮৩টি স্টল খোলা হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত প্রায় দেড়কোটি টাকার বই বইমেলায় বিক্রি হয়েছে। গত বছর বইমেলায় বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার বই। তিনি আশা প্রকাশ করেন আজ বইমেলায় বই বিক্রির অর্থ যোগ করলে তা গত বছরের বই বিক্রিকে ছাপিয়ে যাবে।

*****২য় পাতায়

বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ডা. অশোক সিনহা, বিশিষ্ট লেখক ডা. অতুল দেববর্মা, ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের সম্পাদক অজিত দেববর্মা, অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী এবং পাবলিসার্স এবং বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, গতকাল আগরতলা বইমেলায় ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫০৬ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

******